দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAR. 1-3 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

549

চারুকলা ইনস্টিটিউটের পঞ্চাশ বছর—

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশে চারুকলা চর্চার ইতিহাসে ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউটের ৫০ বছর পূর্তি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মেধা-সম্পন্ন একদল শিল্পীর আন্তরিক প্রয়াসের ফলে বাংলাদেশের চিত্রশিল্প কৈশোর-যৌবন পেরিয়ে এখন পৌঢ়ত্বের দ্বারপ্রান্তে এসেছে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে। আর এই মেধাবী শিল্পীদের নির্মাণের পেছনে গৌরবময় অবদান রেখেছে চারুকলা ইনস্টিটিউট। ঢাকা আর্ট স্কুল, ঢাকা আর্ট কলেজ, চারুকলা ইনস্টিটিউট ভিন্ন ভিন্ন নামে আর মর্যাদায় এই প্রতিষ্ঠান এ বছর পূর্ণ করেছে তার চলার পথের ৫০টি বছর। চারুকলা ইনস্টিটিউটের সুবর্ণ জয়ন্তী প্রত্যেক শিল্পী ও শিল্পপ্রেমীর জন্য স্বভাবতই অনেক গৌরবের, অনেক অহংকারের।

এই গৌরবের, এই অহংকারের, সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের জন্য গতকাল দেশের প্রায় তাবৎ শিল্পীকুল এক আনন্দঘন উৎসবে শামিল হয়েছিলেন। আলোচনা, স্মৃতিচারণ, প্রদর্শনী, আনন্দ উল্লাস আর সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে তারা পালন করেছেন সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। বাংলাদেশের শিল্পী সমাজের এত বড় মাপের উৎসব আয়োজন এই প্রথম। নবীন-প্রবীণ শিল্প প্রতিভার সম্মিলনে এক অন্যরকম দিন কাটিয়েছেন তারা।

গতকাল সকাল ১০টায় চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে শুরু হয় সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠানমালা। শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ, স্থপতি মাযহারুল ইসলাম ও কবি শামসুর রাহমান শ্বেত কপোত উড়িয়ে উৎসব উদ্বোধন করেন। লিচুতলায় মনোরম সাজে মঞ্চ তৈরি করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী। এছাড়াও চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাহমুদুল হক বক্তৃতা করেন।

উপাচার্য তার বক্তৃতায় চারুকলা ইনস্টিটিউটকে চিন্তা-চেতনামুক্তির অঙ্গন বলে অভিহিত করেন।

এই প্রগতির চাকা যাতে থেমে না যায় তার জন্য শিল্পীদের নিরন্তর প্রয়াস চালানোর আহ্বান জানান তিনি।

শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ ও স্থপতি মাযহারুল ইসলাম সুবর্ণ জয়ন্তীর জন্য সব শিল্পীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

কবি শামসুর রাহমান বলেন, আমরা যারা কবিতা লিখি, যারা গান গাই, যারা ছবি আঁকি তারা আজ এক কঠিন সংকটের মধ্যে আছি। আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। কখন কাকে হত্যা করা হয় সে ভয়ে সবাই এখন উদ্বিগ্ন। তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ৭ জন গুণী শিল্পীকে সম্মাননা জানানো হয়। তারা হলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সৈয়দ আলী আহসান, হাবিবুর রহমান, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দিন আহমেদ, শফিকুল আমীন ও মাযহারুল ইসলাম। সফিউদ্দিন আহমেদ ও মাযহারুল ইসলাম মঞ্চে সম্মাননার ক্রেস্ট গ্রহণ করেন। বাকিদের ক্রেস্ট পরে তাদের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

এরপর অতিথিরা গাছের চারা রোপণ করেন। ইনস্টিটিউটের জয়নুল গ্যালারিতে সপ্তাহব্যাপী নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের ছাপচিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর লিচুতলায় বসে প্রবীণ শিল্পীদের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান। শিল্পী আবদুর রাজ্জাক ও মুর্তজা বশীরের সভাপতিত্বে দুদফায় প্রবীণ শিল্পীরা স্মৃতিচারণ করেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আমিনুল ইসলাম, খালেদ চৌধুরী, মিজানুর রহমান, মোহসেনা আলী, আবু তাহের, আনোয়ার হোসেন, হাশেম খান প্রমুখ।

সন্ধ্যায় ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।